যুগান্তর

তারিখ ০২ MAR 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য

আইন বাস্তবায়নে কঠোর হওয়া দরকার

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। অথচ অনেক শিক্ষকই এখন শিক্ষাসংক্রান্ত আইন ও
বিধিবিধান লংঘন করে এ পেশার মর্যাদাহানি ঘটাচ্ছেন। এটি দুঃখজনক। এর ফলে
দেশে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা অনিয়মের ঘটনা ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে
শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে হয়ে পড়ছে জিম্মি।
ভর্তিবাণিজ্যসহ সরকারি-বেসরকারি স্কুলে অতিরিক্ত ফি আদায়ের বিষয়টি নতুন
নয়। এতে কেবল যে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাই
নয়; এর ফলে সমাজে শিক্ষকদের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের নজরদারির
অভাবে শিক্ষাসংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান লংঘনের বিষয়টি মঙ্গলবার যুগান্তরে
প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার শিক্ষককে মডেল হিসেবে গণ্য করে; এটাই আমাদের
সমাজে প্রচলিত রীতি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা একজন
শিক্ষককে কতটা শ্রদ্ধা করে, তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। অথচ প্রাথমিক
ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের একটি অংশ অনৈতিকভাবে বিভিন্ন অজুহাতে
অতিরিক্ত ফি আদায়ের বিষয়টি মেনে নিচ্ছেন। উদ্বেগের বিষয় হল, প্রাথমিক ও
মাধ্যমিক পর্যায়ের কোনো কোনো শিক্ষক বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে
সরাসরি জড়িয়ে পড়ছেন। প্রশ্ন হল, যেসব শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যসহ সরাসরি
বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, তারা কি শিক্ষার্থীদের মডেল হওয়ার
যোগ্যতা রাখেন? বলা হয়ে থাকে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়েই প্রতিটি শিশুর
মূল ভিত তৈরি হয়। অথচ বাস্তবতা হল, বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে নৈরাজ্য
চলছে, সেটা অব্যাহত থাকলে তা শিশুদের ওপর এক ধরনের নেতিবাচক
প্রভাবই রাখবে।

ভর্তিবাণিজ্য এবং পাবলিক পরীক্ষার ফরম পূরণে বিভিন্ন স্কুলের অতিরিক্ত ফি
আদায়ের বিরুদ্ধে সরকার যে কঠোর অবস্থান নিয়েছে, তা যেন কোনোমতেই
আবার শিথিল হয়ে না পড়ে। সম্প্রতি নতুন পে-স্কেল ঘোষণার পর প্রাথমিক ও
মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তা
নিরসনে সরকারকে যথাযথ নীতিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি এর বাস্তবায়নেও
যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থ যাতে
ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকেও নজর রাখা দরকার। শিক্ষাসংক্রান্ত সরকারের সার্বিক
কর্মকাণ্ড মনিটরিংয়ের জন্য সাবেক শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, অভিভাবকসহ বিভিন্ন
শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং কমিটি করে এক্ষেত্রে বিদ্যমান
সমস্যাগুলো সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত। শিক্ষাসংক্রান্ত কাঙ্ক্ষিত
লক্ষ্য অর্জনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নেয়া দরকার। যোগ্য ও দক্ষ
শিক্ষকের অভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা-কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার বিষয়টি বহুল
আলোচিত। সম্মানজনক বেতন-ভাতা ও যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা হলে
মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট হবেন। সম্প্রতি জাতিসংঘ ঘোষিত
সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা এসডিজির বিষয়টি বহুল আলোচিত।
শিক্ষায় বিনিয়োগ না বাড়ালে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনিশ্চয়তা থেকে
যাবে [illegible] এদিকটিতেও সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষক
সমাজকেও [illegible] ক্ষেত্রে উচ্চ নৈতিকতার স্বাক্ষর রাখতে হবে। কারণ তাদেরই
মডেল হিসেবে গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা।